JAN. 08 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গেল বছর বন্ধ ছিল ২২৪ দিন ক্লাস হয়েছে ১২১ দিন

মোশতাক আহমেদ ঃ রাজনৈতিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১ সাল অতিবাহিত করল। বিদায়ী বছরে নির্ধারিত-অনির্ধারিত মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ২২৪ দিন বন্ধ ছিল, ক্লাস হয়েছে ১২১ দিন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৪টি, ডেঙ্গু ও দুর্ঘটনায় নিহত ২ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টরসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল হয়েছে।

২০০১ সালের প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও শেষের দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।

প্রথমদিকে অনির্ধারিত কোন বন্ধ ছিল না। তবে জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত বন্ধ ছিল ৫৮ দিন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ছিল ৫৪ দিন। এছাড়া সাপ্তাহিক শুক্রবারের ছুটি ছিল ৫২ দিন।

অনির্ধারিত বন্ধের মধ্যে ছাত্রদল ভিসি অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগসহ ৫দফার দাবিতে ২৯শে জুলাই থেকে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত ধর্মঘট ডাকে। পরে আবার ১৮ই আগস্ট থেকে নির্বাচনের পরে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করে। এই দু' দফায় মোট ৬১ দিন ধর্মঘট পালন করে ছাত্রদল। এই ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ১৪৫টি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। ফলে ৬ মাসের মতো সেশনজট দেখা দেয়। এছাড়া হরতাল, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ধর্মঘট, সমাবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আরো ১৯ দিন বন্ধ থাকে। সবমিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ২২৪ দিন বন্ধ থাকে এবং ক্লাস হয় মাত্র ১২১ দিন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জহুরুল হক হলে খায়রুল ইসলাম লিটন (কুত্তা লিটন) হত্যা, জিয়া হলে ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ হত্যা এবং আইবিএ-র গ্যারেজ ও লাইব্রেরির সামনে দুই বহিরাগত হত্যা। এছাড়া জগন্নাথ হলের এক ছাত্র ডেঙ্গু জ্বরে মারা যায় এবং বাস দুর্ঘটনায় চমন আরা পারভীন চম্পা নামে এক ছাত্রী নিহত হয়। গত বছরের ১২ই নভেম্বর ভিসি অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী, প্রো-ভিসি অধ্যাপক শাহাদত আলীকে সরিয়ে তাদের স্থলে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে ভিসি এবং অধ্যাপিকা জেড. এন তাহমিদা বেগমকে প্রো-ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৫ই নভেম্বর প্রক্টর ড. নুরুন্নবীকে পরিবর্তন করে ড. নজরুল ইসলামকে প্রক্টর নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া কয়েকটি হলে প্রভোস্ট পদেও পরিবর্তন আনা হয়। নির্বাচনের পরদিনই ছাত্রদল ছাত্রলীগকে হটিয়ে জহুরুল হক হল বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি হল দখল করে নেয়। এরপর গত ১৩ই নভেম্বর জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ছাত্রদল জয়ী হয়ে এই দুটি হলও দখল করে নেয়। এছাড়া গত বছরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে আরো কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন বন্ধ থাকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক বলেন, এই বন্ধের কারণে ছাত্রছাত্রীরা ৫/৬ মাসের সেশনজটে পড়বে।

কাল ঢা.বি খুলছে তবে হরতালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা হবে না

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ ২৮ দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। তবে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালের কারণে বছরের প্রথম ক্লাস ও পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ই ডিসেম্বর থেকে এ বন্ধ শুরু হয়েছিল। বন্ধের মধ্যে ছিল ঈদুল ফিতরের ছুটি ও শীতকালীন ছুটি।